ফুটিয়ে তুলুন সুবাসিত ফুল

মূল

সাওযান বিনতে মুস্তফা বুখাইত

অনুবাদ ও সংযোজন

মারগুব ইরফান

শিক্ষক, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলুম

মঙ্গলবাড়ীয়া বাজার, কুষ্টিয়া

সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

আয়ান

প্রকাশন

ফুটিয়ে তুলুন সুবাসিত ফুল
সাওয়ান বিনতে মুস্তফা বুখাইত

অনুবাদ
মারগুব ইরফান

সম্পাদনা
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
দোকান নং : ১১৯, ১ম তলা, গিয়াস গার্ডেন বুক্স কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৯৭২-৪৩০৯২৯, ০১৬৩২-৪৩০৯২৯

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিক্বদাদ
ISBN 978-984-95998-2-1

মূল্য ৩২০.০০ (তিনশত বিশ) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com, www.wafilife.com
এ ছাড়াও প্রতিটি অনলাইন শপে পাচ্ছেন।

ভারতে আমাদের পরিবেশক

নিউ লেখা প্রকাশনী
৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

অনুবাদকের কথা ১১
চোখে দেখা ঘটনা ১৫
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক ২০
শিশুমনে আকীদা বদ্ধমূল করার গুরুত্ব ২৩
শিশু বয়সে ঈমানী পরিচর্যা পেয়ে যারা বড় হয়েছেন..... ২৫
সন্তান লালন-পালনে সওয়াবের আশা করা ২৭
কেমন হবে আপনার নিয়ত? ২৯
শিশুমনে ঈমানের বীজ বপন করার স্তরসমূহ ৩০

প্রথম পরিচ্ছেদ

গর্ভধারণ ও জন্মগ্রহণের প্রাথমিক স্তর ৩৩

- পিতা-মাতা সৎ হলে সন্তানও সৎ হবে ৩৩
- নেককার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা ৩৫
- সহবাসের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ৩৭
- নেককার সন্তান লাভের জন্য দেয়া করা ৩৮
- কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দান ৪১
- ভূমিষ্ট সন্তানের জন্য শাইতান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম দুই বছর ৪৫

- সন্তানদের জন্য বেশি বেশি দু'আ করা ৪৫
- এক বোন ও তার সন্তানদের গল্প ৪৭
- উত্তম নমুনা ৪৯
- কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত ৫১
- সকাল-সন্ধ্যা শাইতান থেকে আশ্রয় চাওয়া ৫২
- আল-আযকার বা দু'আ ৫২
- শিশুকে তাওহিদ শিক্ষা দেয়া ৫৭
- শিশুমনে আল্লাহ ও নবিজির ভালোবাসার বীজ বপন করা .. ৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশবকাল: দুই বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত ৬৩

- সন্তানদেরকে বদ-দু'আ দেয়া যাবে না ৬৪
- সন্তানদেরকে দু'আ শিক্ষা দেয়া ৬৫
- আল্লাহ তাআলার বিরাজমানতা অন্তরে সৃষ্টি করা ৭০
- নবিজি আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ৭৬
- আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা ৭৭
- তাওহীদ শিক্ষা দেয়া ৭৯
- প্রথমে ঈমান শিখানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া ৮৩
- শিশু বয়সেই কুরআন মুখস্থ করিয়ে দেয়া ৮৪
- শিশুর বৈশিষ্ট্য চেনার উপায় ৮৬
- কুরআনুল কারীম আমাদের জীবন ৮৯
- মাসনূন দু'আসমূহ শিক্ষা দেয়া ৯৩
- মাসনূন দু'আর কিছু দৃষ্টান্ত ৯৪
- ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ৯৮
- শরয়ি ইলম শিক্ষা দেয়া ১০১

• শরয়ি জ্ঞান কয়েক ভাগে বিভক্ত ১০৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে যাওয়ার স্তর (ছয় থেকে তদূর্ধ্ব) ১০৭
• তাওহিদ ও ঈমান শিখানোর নতুন মাধ্যম গ্রহণ ১০৭
• শিক্ষার নানা মাধ্যম ১০৮
• ঘুমের পূর্বে শিক্ষনীয় গল্প শুনানো ১১৪
• ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া ১১৫
• অসৎ লোকের সংশ্রব থেকে বিরত থাকা ১১৬
• নেককার আহলে ইলমের সাহচর্য গ্রহণ করা ১১৮
• সুরক্ষা থাকার দু'আ শিখানো ১১৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিশুমনে ঈমানের বীজ বপনকারী কিছু বই ১২১
• আকীদা ও তাওহিদ ১২২
• নবিদের ঘটনাবলী ও সীরাতে রাসুল সা. ১২৩
• পুরুষ ও নারী সাহাবীদের জীবন চরিত ১২৩
• ফিকহ শাস্ত্র ১২৪
• হাদিস শাস্ত্র ১২৪
• কুরআনের ঘটনা ও তাফসির ১২৪
• শিষ্টাচার, চরিত্র ও মাসনূন দু'আ ১২৪

পরিশিষ্ট

• সন্তান জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদ ১২৭
• পশুও নিজ সন্তানকে ভালবাসে ১২৭
• সন্তানকে কারা লালন পালন করছে? ১২৭
• নৈতিক শিক্ষা আবশ্যকীয় ১২৮

- 'মা' হল শিশুর প্রথম শিক্ষক ১২৮
- নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সাথে খেলা করতেন ১২৮
- নবিজি শিশুদের প্রানভরে সোহাগ করতেন ১২৯
- মসজিদে নববীতে শিশুরা খেলা করত ১২৯
- সন্তান যেন ভুলে না যায় ১৩০
- সুন্নাতই হল জীবনাদর্শ ১৩০
- শিশুদের নিয়ে খেলা করা সুন্নত ১৩২
- শিশুদের প্রতি দয়াশীলতা প্রদর্শন করা ১৩৩
- ছোটদের বিরহে কান্না করা ১৩৩
- ছোটদেরকে বুকে জড়িয়ে নেয়া ১৩৪
- শিশুদের আবদার পূরণ করা ১৩৪
- শিশুদের সাথে রসিকতা করা ১৩৫
- সন্তানকে চুমু খাওয়া ১৩৫
- সন্তানদেরকে হাসি মুখে স্বাগত জানানো ১৩৬
- শিশুকে গোপনীয়তা শিখানো ১৩৬
- শিশুদের জন্য উপযোগী খেলাধুলার ব্যবস্থা করা ১৩৭
- বাস্তবমুখী শিক্ষা দেয়া ১৩৮
- শিশুদেরকে সব সময় তিরস্কার না করা ১৩৯
- ভালোবাসা দিয়ে সন্তানের মন জয় করা ১৩৯
- সন্তানের সামনে ঝগড়া-বিবাদে না জড়ানো ১৩৯
- সন্তানকে গান-বাজনা থেকে দূরে রাখা ১৪০
- মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ১৪১
- ভিডিও গেমস ১৪২
- শিশুকে ইন্টারনেট থেকে দূরে রাখা ১৪৩
- সন্তান প্রতিপালন ও পরিচর্যা নিয়ে ভুল ধারণা ১৪৪
- সন্তানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ১৪৫
- রাগ হলে কি করবেন? ১৪৬

- শিশু প্রহার অনৈসলামিক ও অন্যায় কাজ ১৪৮
- প্রতিশোধ থেকে বাঁচুন ১৫১
- বাবা-মা'র কোন আচরণগুলো গ্রহণযোগ্য নয়? ১৫১
- বাবা-মায়ের সঠিক দিকনির্দেশনা না পেলে কি হয়? ১৫৩
- সঠিকভাবে সন্তান পালনের উপায় ১৫৪
- আগে পড়াশোনা নাকি শেখা ১৫৭
- বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী আচারণগুলো পরিহার করা ১৫৯
- মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সংযমী হওয়া ১৬০
- চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায় না ১৬৩
- হাতে কলমে কিভাবে শিখাতে হয় ১৬৩
- মা-বাবার প্রতি সুন্দর আচারণ সন্তানের মনে বিরাট প্রভাব ফেলে ১৬৭
- ইলমের পিপাসা ও পরিচর্যা ১৬৯
- সন্তান পরীক্ষায় ভালো না করলে মন খারাপ না করা ১৭৫
- বিভিন্ন বিভাগে সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব ১৭৭
- লোকমান হাকিমের উপদেশ ১৭৮
- হাত্বান ইবনু মুয়াল্লার নাসিহা ১৮২
- আবদুল মালিক ইবনু সালেহের নাসিহা ১৮৩
- স্বীয় সন্তানের প্রতি একজন পিতার উপদেশ ১৮৭
- জীবনে চলার পথে এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে ১৮৭

অনুবাদকের কথা

আমরা প্রায়শই বলে থাকি—'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ'। এই কথাটা যত সহজে আমরা বলি, আসলে এর বাস্তবতা অনেকটাই কঠিন। আমরা আমাদের শিশুদেরকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য কতটুকু চিন্তা করেছি? কয়টা পরিবারই বা আছে—তারা শিশুদেরকে আগামীর উপযোগী করে গড়ছে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছে। সন্তানকে শিশুকাল থেকে পরিচর্যা করছে? খোঁজ করলে দেখা যাবে এমন পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। আমরা আমাদের ক্ষেত-খামার বা গাছ-পালা যতটা গুরুত্বের সাথে পরিচরর্যা করি; আমাদের সন্তানদেরকে এর এক সিকিভাগও পরিচর্যা করি না। যার ফলে—সন্তান ছোট থেকেই অবহেলা আর অনাদরে বেড়ে উঠে। অভদ্রতার জীবন-যাপন করে। মা-বাবার শূন্যতা অনুভব করে সন্তান যখন বড় হতে থাকে, তখন সৃষ্টি হয় পরস্পরের মাঝে দূরত্বের ফল্গুধারা। এরপর সন্তান যখন আরো বড় হতে থাকে, তখন মা-বাবা চায় সন্তানকে একটু কাছে পেতে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা এক পর্যায়ে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।

আর আমরা কিছু হলেই সন্তানকে দোষারোপ করি। তার ঘাড়ের উপর বদদু'আর বোঝা চাপিয়ে দেই। এটা কি আদৌ আমাদের জন্য উচিত? আমরা সন্তানকে কতটুকু সময় দেই? কাজের ভীরে সন্তান প্রতিপালন হয়ে গেছে আমাদের কাছে একটি বোঝা।

আজ সমাজের চিত্রটা এমন হয়ে গেছে, অনেক বাবা তো সন্তানকে সময়ই দেয় না। আবার অনেক মা আছে যারা কর্মজীবি হওয়ায় সন্তানকে কাজের বুয়ার হাতে ন্যস্ত করে চলে যায়।

সুস্থ বিবেক দিয়ে একটু ভেবে দেখুন, এই সন্তানের ভবিষ্যত কী হবে? সে কার নিকট থেকে সু-শিক্ষা গ্রহণ করবে? এই সন্তানই তো একদিন মা-বাবার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। মা-বাবার গলায় ছুরি দিবে।

সন্তানকে সু-সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে—পিতা-মাতাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। তাকে সময় দিতে হবে। তাকে নিয়ে ভাবতে হবে। পিতা-মাতার সঙ্গ সন্তানের হৃদয়-ক্ষেতে পানি সিঞ্চনের কাজ করে। সুসন্তান গড়ার লক্ষ্যে ইসলামিক দিক-নির্দেশনাগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে অনুসরণ করতে হবে। তার প্রত্যেহ অভ্যাসগুলোকে নববী আদর্শে রূপায়ন করতে হবে। আমাদের গ্রাম বাংলায় একটি প্রবাদ আছে:

'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ,
পাকলে করে ঠাস ঠাস'।

অর্থাৎ ছোটবেলা হলো শেখার সময়। বড় হয়ে গেলে হাজার চেষ্টা করলেও সাধারণত কোন লাভ হয় না।

সুতরাং—ছোট থাকতেই তাকে সু-শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। পরিশুদ্ধ চিন্তার বীজ তার ভেতরে বপন করতে হবে। কারণ সুস্থ চিন্তা-ধারা চেতনার বিকাশ ঘটায়। জীবন গড়ার উদ্দম-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জোগায়। দেখুন, একটা গাছ; প্রথমে বীজ থেকে অঙ্কুর হয়। অঙ্কুর থেকে চারা। চারা থেকে কুঁড়ি। এমনিভাবে কুঁড়ি থেকে গাছ হয়। এরপর সে সুস্বাদু ফল দেয়ার উপযুক্ত হয়। ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষ প্রথমে ভ্রূণ থেকে নবজাতক হয়। নবজাতক থেকে শিশু। শিশু থেকে কিশোর। কিশোর থেকে টগবগে যুবকে পরিণত হয়। তারপর তার থেকে সম্ভাবনাময় অনেক প্রতিভার বিকাশ ঘটে। গাছ যেমন চারটি স্তর পার করে পূর্ণতায় পৌঁছে, তেমনি একজন মানুষও চারটি স্তর অতিবাহিত করে পূর্ণতায় পৌঁছে। শিশুর প্রথম তিন থেকে পাঁচ বছরই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে মা-বাবা শিশুকে যেভাবে গড়ে উঠাবে, শিশু ঠিক সেভাবেই গড়ে উঠবে। কারণ মা-বাবার দোষ-গুণ সন্তানের মধ্যে

চোখে দেখা ঘটনা

[১]

আয়িশা প্রতিদিনের ন্যায় আজও কাজে গিয়েছে। আজ সেখানে তার এক খ্রিষ্টান সহকর্মীর সাথে সাক্ষাত হলো। সহকর্মী ইদানিং তাকে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়। এবার সাক্ষাতে তার অন্যতম একটি প্রশ্ন এ ছিল যে, 'ঈসা আলাইহিস সালাম কি আল্লাহ তাআলার ছেলে নন?'

আয়িশা মুচকি হেসে বলল, না, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার ছেলে নন। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন—

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

> 'তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান। তিনি অমুখাপেক্ষী। আসমানসমূহ ও যমিনে যা আছে সব তাঁরই। তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ তাআলার উপর এমন কিছু বলছো, যা তোমাদের

> জানা নেই।'[১]

[২]

ছয় বছর বয়সী মুহাম্মদ বিদ্যালয় থেকে আসে। ব্যাগটা রেখে ক্লান্তি ভাব নিয়েই তার আম্মুকে হাসির ছলে জিজ্ঞাসা করলো—আম্মু! আমাদের কি এ কথা বলা ঠিক হবে? যে, আল্লাহ তিনজন। আল্লাহ কি একজন নন?

তার আম্মু শংকিত হয়ে কঠোর স্বরে বললো, আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি! তুমি তো দেখছি কুফুরী কথা বলছো? এই চিন্তাধারা কোথা থেকে পেলে? আম্মুর কথা শুনে ছেলেটি ভয়ে চুপ হয়ে গেল।

আম্মু বললো, 'এখনই আমার সামনে থেকে চলে যাও'!

আম্মু উদ্বিগ্ন হয়ে বসে চিন্তা করতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো যে, তার সন্তানের এমন কথা বলার কারণ কি

[৩]

চার বছর বয়সী আব্দুল্লাহ তার আম্মুর কাছে গেল। পাশে একটু বসল। ঐ সময় তার আম্মু খাবার পরিবেশন করছিলেন। এমতাবস্থায় শিশু আব্দুল্লাহ প্রশ্ন করে বসলো, 'আম্মু! আল্লাহ তাআলাই কি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন?'

ওর আম্মু এক গাল হেসে উত্তর দিল, হ্যাঁ বাচাধন, তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আবদুল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এ কথা শুনে আব্দুল্লাহর আম্মুর চোখ কপালে উঠে গেল। তখন সে আব্দুল্লাহর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে বললো, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমি চাচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট বিতাড়িত শাইতান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর শোনো, তোমার মস্তিষ্ক থেকে এ ধরনের মন্দ চিন্তা ঝেড়ে ফেলো। এসব ফালতু প্রশ্ন আর করো না। তুমি কি জানো না যে, সাহাবিগণ এ ধরনের মন্দ

[১] সূরা ইউনুসঃ ৬৮।

শিশুমনে আকীদা বদ্ধমূল করার গুরুত্ব

মানব জীবনে আকীদা দৃঢ়মূল করার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষকরে ছোট সন্তানদের ব্যাপারে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো—

১.আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা এবং এক প্রভু ও ইলাহ মেনে তার ইবাদত করা। তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানা। এই বিষয়গুলো তাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করে দেয়া।

২. আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা। আল্লাহ তাআলার মুরাকাবা (ধ্যান) করা এবং তিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত আছেন তা তাদের উপলব্ধি করতে শিখানো।

৩. শিশুকে শরয়ি বিধি-বিধান, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা। যেন তারা যে কোন সময় শরিয়ত কর্তৃক নির্দেশিত বিষয় পালন করতে পারে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

৪. ছোট থাকা অবস্থাতেই নববী আদর্শ অনুযায়ী শিশুর অন্তর পরিশুদ্ধ করা।

৫. এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক রাখা ও ভিন্ন

আকীদার লোকদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে সেগুলোও শিক্ষা দেয়া।

৬. ফিতনা ও বিপর্যয়ের সময় আল্লাহ তাআলার দ্বীনের উপর অটল থাকা।

৭. মুসলমানদের লেখা-শোনা করার দ্বারা সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করার মহত্ত্ব বুঝানো।

শিশুমনে ঈমানের বীজ বপন করার স্তরসমূহ

শিশু মনে ঈমানের বীজ বপন করতে হলে অবশ্যই নিজেকে একজন বিশুদ্ধ আকীদাপন্থী, সুদৃঢ় ও বদ্ধপরিকর ঈমানদার হতে হবে। শিশুর অন্তরে আল্লাহ তাআলার একাত্ববাদিতার প্রতি বলিষ্ঠ বিশ্বাস রাখার ও ঈমানের উপর অবিচল থাকার পরিচর্যা করতে হবে। এই পরিচর্যাটা মৌখিকভাবে করার চেয়ে হাতে কলমে করে দেখানো অধিক ফলপ্রসু। ফলে তার অন্তর হবে নিষ্কলুষ পবিত্র এবং আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসায় হবে সমৃদ্ধ। অন্তর হবে মহাসম্ভার নির্দেশ পালনকারী ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহারকারী।

এবার আমি শিশুর বয়স হিসেবে পরিচর্যার সাধারণ কিছু দিকনির্দেশনা উল্লেখ করার চেষ্টা করব। যেন এটা বুঝা যায় যে, শিশু মনে কিভাবে ঈমান-আকীদার চারা রোপন করতে হয়। আমি সাধ্যানুযায়ী ধারাবাহিকভাবে দিকনির্দেশনাগুলো নিম্নে উল্লেখ করলাম।

* প্রথমেই আমি তাদেরকে 'ইবাদত' শিক্ষা দেয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি, যা তাদের আশপাশের চিন্তার মধ্য দিয়েই হবে।

* এরপর ইবাদতের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অংশগ্রহণের উপর উদ্বুদ্ধ করণের স্তর নিয়ে আলোচনা করব। যেন ঐ ইবাদতটা অভ্যাসগত কাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গর্ভধারণ ও জন্মগ্রহণের প্রাথমিক স্তর

গর্ভধারণ ও জন্মগ্রহণের প্রাথমিক স্তর

এটা হলো শিশুর আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার যতগুলো কারণ আছে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার প্রথম স্তর। এর উপরই শিশুর আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত। এই স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিশুর প্রতি যথেষ্ট সতর্ক থাকা।

পিতা-মাতা সৎ হলে সন্তানও সৎ হবে

পিতা-মাতা সৎ না হলে সন্তান কখনো সৎ হবে না। অবাধ্য সন্তান পিতা-মাতার নিজ হাতের কামাই। যেমনটি পূর্বসূরীরা বলেছেন। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে বড় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো। হালাল সম্পদ উপার্জন ও আমলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। যেন সন্তান সৎ হলে এর ফল তারা ভোগ করতে পারে এবং তারাই যেন একমাত্র হতে পারে সন্তানের জন্য উত্তম আদর্শ।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম দুই বছর

প্রথম দুই বছর

শৈশবের প্রথম দুই বছরই হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে তার ভিতরে শুদ্ধ চরিত্রের বীজ বপন, ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি ও জীবন বিনির্মাণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়া। এই স্তরে শিশু আপনার নড়াচড়া, ওঠা-বসার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখবে। প্রথম বছরে তার অনুভূতিশক্তি জাগ্রত হবে না। দ্বিতীয় বছরের বেশ কিছু দিন পরই তার কথা-বার্তা ও কাজে-কর্মে সেগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে। এ জন্য আল্লাহ তাআলার যিকির ও ইবাদতের জন্য দৈনন্দিনের রুটিন তৈরী করা। যেন শিশু এর উপর অভ্যস্ত হয়। আপনার থেকে দৈনন্দিন কিছু কিছু শুনে মুখস্থ করে নিতে পারে। তখন এটা তার প্রত্যহ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হও। এবং তাদেরকে ভালো কাজে অভ্যস্ত কর। কেননা ভালো কাজ স্বভাবজাত একটি বিষয়।'

সন্তানদের জন্য বেশি বেশি দু'আ করা

সন্তানের জীবন গঠন ও তাদের সুন্দর পরিচর্যার জন্য দু'আর গুরুত্ব অপরিসীম। পরিচর্যা হবে দীর্ঘ মেয়াদী। কয়েক বছর ব্যাপী। এর জন্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশবকাল: দুই বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত

শৈশবকাল: দুই বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত

শিশুদের উপস্থিতিতে দু'আ করা

নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও হৃদয়ে নেককাজ বদ্ধমুল হওয়ার জন্য দু'আর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষকরে আপনার কোমলমতি শিশুর বেলায়। দু'আর মাধ্যমে আপনার কথা শুরু করা ও অভিনন্দন জানানো অসম্ভব সুন্দর একটি কাজ। কারণ এর দ্বারা তাদের অন্তরে আপনার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পাবে। যেমন, আপনি তাদেরকে বললেন—

আমাকে গ্লাসটি দাও, আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

আল্লাহ তোমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন! আমার চাদরটি নিয়ে এসো, আমি গায়ে জড়াবো।

তুমি কি দরজা বন্ধ করতে পারবে? আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন! এ ধরণের আরো অনেক দু'আ করা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে বাস্তবমুখী অনেক সুন্দর-সুন্দর ঘটনা রয়েছে।

এক বোনের গল্প

এক বোনকে আল্লাহ তাআলা সাতজন সন্তান দান করেছেন। যারা অল্প